

ANNUAL REPORT 2023-2024



পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি
POWER GRID BANGLADESH PLC
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

Transmission sector at a glance

Corporate Office	PGCB Bhaban, Avenue-3, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212.
Year of Incorporation & Registration Number	1996 [C-31820(941)/96]
Status	Public Limited Company
Business	Transmission of Power
Authorized Capital in Taka	15,000 Crore
Paid up Capital in Taka as on 30.06.2024	11,060.32 Crore (Sum of Ordinary & Preference Share)
Transmission Line as on 30.06.2023	400 kV – 2,497 circuit km 230 kV – 4,263 circuit km 132 kV – 8,864 circuit km
Substations as on 30.06.2023	HVDC - One station (two block) 400/230 kV – 08 Nos. 400/132 kV – 04 Nos. 230/132 kV – 31 Nos. 230/33 kV- 05 Nos. 132/33 kV – 173 Nos.
Manpower as on 30.06.2022	3,436 persons.
Listed with DSE/CSE	09 October 2006

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

CURRENT BOARD OF DIRECTORS

1	Md. Habibur Rahman, BPAA Ex. Senior Secretary, Power Division Chairman, Power Grid
2	Md. Rezaul Karim Chairman, Bangladesh Development Board Director, Power Grid
3	Dr. A.B.M. Harun-ur-Rashid Professor, EEE, BUET Director, Power Grid
4	Dr. Mahfuzul Hoque Professor, Accounting & Information Systems, Dhaka University Director, Power Grid
5	Dr. Syed Masum Ahmed Choudhury, NDC Ex. Additional Secretary, Power Division Director, Power Grid
6	Major General S M Zia-Ul-Azim Chairman, Bangladesh Rural Electrification Board Director, Power Grid
7	Md. Younus Mian Chief, Industry & Energy Division, Planning Commission Director, Power Grid
8	Tahmina Begum Joint Secretary, Power Division Director, Power Grid
9	Abdur Rashid Khan Managing Director (Addl. Charge), Power Grid Director, Power Grid

পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম!

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি. এর ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের কোম্পানি পাওয়ার গ্রিড দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাওয়ার গ্রিড সারাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবার নিকট মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ভরযোগ্য সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপকল্প নিয়ে পাওয়ার গ্রিড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেমের পরিবর্ধন করে যাচ্ছে। কোম্পানির মূল লক্ষ্য হচ্ছে- ন্যাশনাল গ্রিডকে ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে পাওয়ার গ্রিড প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই, অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রকৌশল ডিজাইন প্রকল্পের মাধ্যমে সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র, লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার ও যোগাযোগ সুবিধাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও এর লক্ষ্য। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে পাওয়ার গ্রিড অবিচল। এই কোম্পানি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানের সর্বশেষ ভার্সন ISO 9001:2015 সনদধারী প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান BS OHSAS 18001:2007 অর্জন করেছে পাওয়ার গ্রিড। এ কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উচ্চ ভোল্টেজের নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিচালন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরে পরামর্শ সেবা প্রদান, ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিষয়ক সামগ্রিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ও পাওয়ার গ্রিড এর মেমোরেন্ডাম-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী, প্রতিবছর বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে পাওয়ার গ্রিড শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বিগত অর্থবছরের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি অনুসরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এজিএম-এ শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত মূল্যবান ও যৌক্তিক পরামর্শগুলো পাওয়ার গ্রিড গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে আসছে।

পাওয়ার গ্রিডের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর পরিচালকগণের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হচ্ছে-

□ কোম্পানির মানব সম্পদ ও কারিগরি কাঠামো

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি এর দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীগণ পুরো সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে সারাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ৪০০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন ২,৪৯৭ সার্কিট কিলোমিটার, ২৩০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন ৪,২৬৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন ৮,৮৬৪ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন রয়েছে। সেই সঙ্গে স্থাপিত ৪০০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এইচভিডিসি ব্যাক-টু-ব্যাক স্টেশনের দুটি ব্লক এর মাধ্যমে ভারত হতে প্রতিদিন ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

এছাড়াও আটটি ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, চারটি ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ৩১ টি ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, পাঁচটি ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৭৩ টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র রয়েছে (পাওয়ার গ্রিড ও অন্যান্য কোম্পানিসহ)। সংস্থাটি আলোচ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবকাঠামোগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। দেশজুড়ে সঞ্চালন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানির জন্য ভারতের সঙ্গে তিনটি আন্তঃদেশীয় বিদ্যুতের গ্রিড সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। ভারত হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা হয়ে প্রতিদিন ১,০০০ মেগাওয়াট, কুমিল্লা হয়ে ১৬০ মেগাওয়াট এবং আদানীর মাধ্যমে রহনপুর হয়ে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি চলমান থাকায় দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি না থাকলেও কোন কোন স্থানে কিছুটা বিতরণ সীমাবদ্ধতা ছাড়াও সঞ্চালন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা দূর করতে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

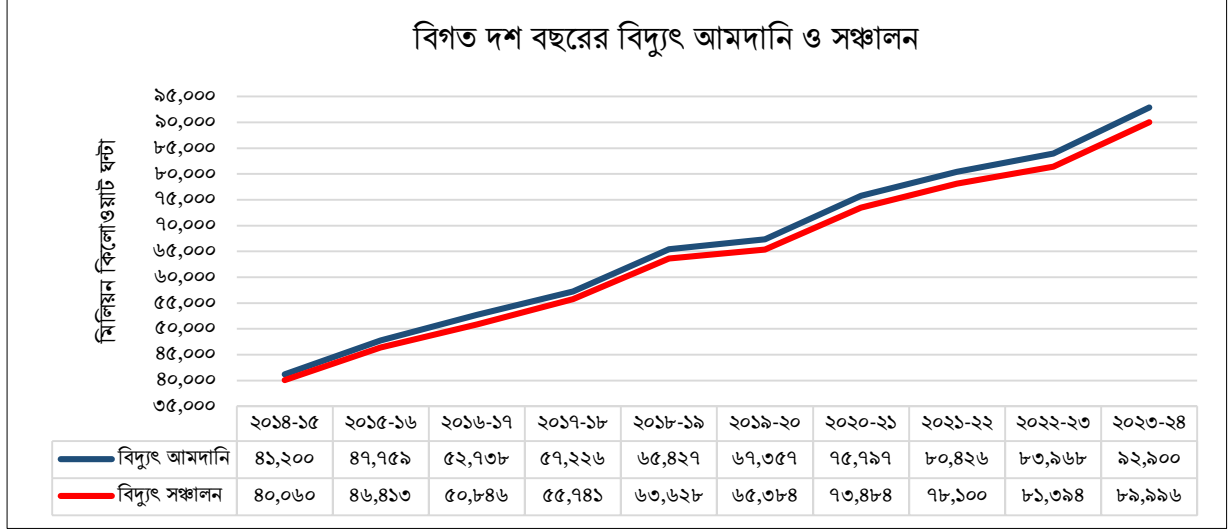
দক্ষ ও কার্যকর মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালনের লক্ষ্য অর্জন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে পাওয়ার গ্রিডে মোট ৩,৪৩৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত ছিলেন। আলোচ্য অর্থবছরে সংস্থাটি ২৫০ জন নতুন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে।

□ কর্মযজ্ঞ পরিচালনা

বর্তমানে Power System Master Plan-2016 (PSMP-2016) এর আলোকে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ শক্তিশালী গ্রিড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজ জোরদার করেছে। এ লক্ষ্যে ১৩২ কেভি, ২৩০ কেভি, ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে বাস্তবায়ন করতে জিওবি, নিজস্ব এবং বিভিন্ন অর্থায়নকারী সংস্থার অর্থে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরেও পাওয়ার গ্রিড ৮৮৩.০২ সাঃ কিঃ মিঃ সঞ্চালন লাইন, ৫ টি উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং ১৩ টি উপকেন্দ্র আপগ্রেডেশন এর মাধ্যমে ৪,৫৮৪ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। বিগত দশ বছরে

উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং ভবিষ্যতে উৎপাদিতব্য অধিকতর বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পাওয়ার গ্রিড টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আলোচ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৯,৯৯৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামোর মাধ্যমে বিতরণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছর অপেক্ষা প্রায় ১০.৫৭ শতাংশ বেশি। উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রেখে এবং সঞ্চালন অবকাঠামো বৃদ্ধির ফলে আগামী বছরগুলোতে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সঞ্চালন আরো বৃদ্ধি পাবে। পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় আলোচ্য অর্থবছরে ৪০০ কেভি সঞ্চালন অবকাঠামো ২৬.৬২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।

উৎপাদন ব্যবস্থা ও পাওয়ার গ্রিডের সঞ্চালন নেটওয়ার্কের উন্নয়নের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে গত দশ বছরের বিদ্যুৎ আমদানি এবং সঞ্চালনের একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে দেখানো হলোঃ



সারণি-১ঃ বিগত দশ বৎসরের বিদ্যুৎ আমদানি এবং সঞ্চালন।

□ রক্ষণাবেক্ষণ

বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও পূর্বের ন্যায় সঞ্চালন সিস্টেম কার্যকর রাখার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে গুরু শীত মৌসুমে বিদ্যুতের চাহিদা সাধারণভাবে কম থাকে। সে সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বাৎসরিক সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। দক্ষ সংরক্ষণ কার্যক্রমের ফলে ছোটখাটো সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমগ্র সিস্টেমে সঞ্চালন লাইনের প্রাপ্যতা (availability) ছিল ৯৯.৯৮ শতাংশ এবং গ্রিড উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা ছিল ৯৯.৯৮ শতাংশ। বিগত বছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ৩.১৩ শতাংশ।

২০১৪-২০১৫ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সময়ের সঞ্চালন নেটওয়ার্কের প্রাপ্যতা নিচের সারণিতে দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রাপ্যতা	
		সঞ্চালন লাইন	গ্রিড উপকেন্দ্র
১	২০১৪-২০১৫	৯৯.৯৭%	৯৯.৯৯%
২	২০১৫-২০১৬	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৯%
৩	২০১৬-২০১৭	৯৯.৯৭%	৯৯.৯৮%
৪	২০১৭-২০১৮	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%
৫	২০১৮-২০১৯	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%
৬	২০১৯-২০২০	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%
৭	২০২০-২০২১	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%
৮	২০২১-২০২২	৯৯.৯৭%	৯৯.৯৬%
৯	২০২২-২০২৩	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৮%
১০	২০২৩-২০২৪	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৮%

সারণি-২ঃ বিগত দশ বছরের সঞ্চালন নেটওয়ার্কের প্রাপ্যতা।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে আলোচ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সঞ্চালন লস এর পরিসংখ্যান নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	শতকরা হিসাবে সঞ্চালন লস
১	২০১৪-২০১৫	২.৭৭
২	২০১৫-২০১৬	২.৮৬
৩	২০১৬-২০১৭	২.৬৭
৪	২০১৭-২০১৮	২.৬০
৫	২০১৮-২০১৯	২.৭৫
৬	২০১৯-২০২০	২.৯৩
৭	২০২০-২০২১	৩.০৫
৮	২০২১-২০২২	২.৮৯
৯	২০২২-২০২৩	৩.০৭
১০	২০২৩-২০২৪	৩.১৩

সারণি-৩ঃ বিগত দশ বছরের সঞ্চালন লস।

□ বিদ্যুৎ উপ-খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থান :

বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, শিল্প, কৃষিকাজ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। Power System Master Plan-2016 অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ৩০,০০০ মেঃওঃ, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দে ৪০,০০০ মেঃওঃ এবং ২০৪১ খ্রিস্টাব্দে ৬০,০০০ মেঃওঃ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে। বিগত বছরগুলোতে এ খাতে ব্যাপক সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

বিদ্যুৎ উপ-খাত		সাল		বৃদ্ধি	শতকরা হার (%)
		২০১৪	২০২৪		
সঞ্চালন	লাইন (সার্কিট কি.মি.)	৯,৫৩৬	১৫,৬২৪	৬,০৮৮	৬৩.১৮
	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২৩,০০০	৬৬,৮৬৯	৪৩,৮৬৯	১৯০.৭৩
উৎপাদন ও বিতরণ	বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	১১,২৬৫	৩১,৫২০	২০,২৫৫	১৭৯.৮০
	জনপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট ঘণ্টা)	৩৪৮	৬৪০	২৯২	৮৩.৯১
	বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী (%)	৬৮	১০০	৩২	৪৭.০৬

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাওয়ার গ্রিড সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তবে বিনিয়োগ, পরিচালন ও সঞ্চালন ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে বিদ্যুতের সঞ্চালন ট্যারিফ বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

□ ঝুঁকি এবং উদ্বেগঃ

বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং তাদেরকে প্রয়োজনমত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের ও পরিমাণের মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয় না। এগুলো বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি দেশীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ২৩০/১৩২ ও ১৩২/৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার এবং তিনটি প্রতিষ্ঠান এমএস টাওয়ার সেকশন উৎপাদন করছে। ইনসুলেটর এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী সঞ্চালন তার এখনো বিদেশ হতে আমদানি করতে হচ্ছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের এ খাতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত করা হলে এক্ষেত্রে বিদেশ নির্ভরতা হ্রাস পেত। যাহোক, এ যাবৎ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

আপনারা জানেন যে, বিদ্যুৎ উপখাতের যে কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য এটি বাস্তবিক অর্থেই একটি উদ্বেগের বিষয়। তবে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ জোগাড় করে দিচ্ছে।

□ বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগঃ

বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেমের যাবতীয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা গ্রহণ করে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পিজিসিবি গঠিত হয়। বিগত ২০০০ খ্রিস্টাব্দ হতে দেশের সমগ্র বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্ব এ কোম্পানি পালন করে আসছে। দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে মিল রেখে নতুন নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র তথা সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতিবছর সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রচুর স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। যা পাওয়ার গ্রিডের নিজস্ব অর্থায়নে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী বিপুল পরিমাণ ঋণ পাওয়াও সম্ভব নয়। সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে পিজিসিবিকে অর্থায়ন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোম্পানিকে যে অর্থ প্রদান করে তা ৬০% ইকুইটি এবং ৪০% ঋণ হিসেবে প্রদান করে। বিগত ৩০ জুন ২০২৪খ্রিঃ তারিখে পাওয়ার গ্রিডের ৫৮.৫০% মালিকানা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের এবং ২২% মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। ফলে এই কোম্পানি সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত। কোম্পানির হিসাবে সরকারি বিনিয়োগের ইকুইটির অংশ স্টেটমেন্ট অব ফিন্যান্সিয়াল পজিশন এর ইকুইটি অংশে ডিপোজিট ফর শেয়ার খাতে প্রতি অর্থ বছরেই দেখানো হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছর শেষে সরকারের ইকুইটি হিসেবে ডিপোজিট ফর শেয়ার খাতে জমার পরিমাণ ছিল

□ পরিচালকগণের সম্মানি পরিশোধঃ

বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাওয়ার গ্রিডের পরিচালক পর্ষদের ২৩টি সভা এবং পর্ষদের সাব-কমিটি সমূহের ৪০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় অংশগ্রহণের জন্য কোম্পানির সম্মানিত পরিচালকগণকে (যত্ন পরিচালক সহ) নির্ধারিত হারে সম্মানি পরিশোধ করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

□ আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ ও বিদ্যুৎ আমদানিঃ

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন কাজ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কোম্পানি ইতোমধ্যে ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত মোট দু'টি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন করেছে। বর্তমানে ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

এছাড়াও আদানি ১,৪৯৬ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে আদানি ১৪৯৬ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পাওয়ার ইভাকুয়েশন করা হচ্ছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হওয়ার পর মোট আমদানিকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৫৬ মেঃওঃ।

অধিকন্তু বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার আওতায় নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নেপাল হতে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির নিমিত্ত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, Nepal Electricity Authority (NEA) এবং NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVTN), India এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় Power Sales Agreement (PSA) চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই বহরমপুর-ভেড়ামারা Transmission link এর মাধ্যমে নেপাল হতে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে বলে আশা করা যায়।

□ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে OPGW :

"ডিজিটাল বাংলাদেশ" শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পাওয়ার গ্রিডের এর সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সাথে স্থাপিত Optical Ground Wire(OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উচ্চ ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনের Fault Protection ও বজ্রপাত থেকে সুরক্ষার

জন্য টাওয়ারসমূহের সর্বোচ্চে গ্রাউন্ড-ওয়ার এর পরিবর্তে বর্তমানে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ফাইবার সমৃদ্ধ OPGW প্রযুক্তিটি পাওয়ার গ্রিড সহ বর্তমান বিশ্বে ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পাওয়ার গ্রিড সঞ্চালন লাইনের ওপরে Ground-Wire এর পরিবর্তে OPGW এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয় সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে, যার পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৮৮০০ কি. মি.।

দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে National Load Despatch Center (NLDC) এর Data Transfer, সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা এবং পাওয়ার গ্রিডের নিজস্ব Communication System এর জন্য উক্ত OPGW ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিকন্তু দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে OPGW এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাওয়ার গ্রিডের গুরুত্বপূর্ণ OPGW এর মধ্যস্থিত অপটিক্যাল ফাইবারের প্রাপ্যতা ৯৯.৫% এর বেশি হওয়ায় উক্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক একটি শক্তিশালী টেলিকম ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবকে অতীতের তুলনায় আরও বেগবান করা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৬০ টি জেলা পাওয়ার গ্রিডের OPGW এর মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) হতে প্রাপ্ত Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুসরণে অন্যান্য NTTN অপারেটরদের ন্যায় পিজিসিবিও OPGW ব্যবহার করে ইতোমধ্যেই NTTN অপারেটরদের মধ্যে বিটিসিএল, ফাইবারহোম লি., সামিট কমিউনিকেশন লি. ও বাহন লি. এবং মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে টেলিটক বাংলাদেশ লি., বাংলালিংক লি., গ্রামীন ফোন লি. ও রবি আজিয়াটা লি.কে কোর-কিলোমিটার ভিত্তিতে OPGW স্থিত অপটিক্যাল ডার্ক ফাইবার লিজ প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠান সমূহ পাওয়ার গ্রিডের লিজকৃত ফাইবার দ্বারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যান্ডউইডথ ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন তৈরীর মাধ্যমে জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি দেশব্যাপী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। অধিকন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক তাদের অধীনস্থ সংস্থা বিডিআর ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারসমূহে ব্যান্ডউইডথ ট্রান্সমিশন করার লক্ষ্যে যে, ব্যাকবোন নির্মাণ করেছে তাতে পাওয়ার গ্রিডের অপটিক্যাল ডার্ক ফাইবার কোর ব্যবহার করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি কৌশলগত টেলিকম নেটওয়ার্ক নির্মাণে পাওয়ার গ্রিডের অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সর্বোপরি, "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণে স্বপ্নযাত্রায় পাওয়ার গ্রিডের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

□ মানব সম্পদ উন্নয়ন :

বিদ্যুৎ সঞ্চালন কাজে উৎকর্ষতা বজায় রাখতে দক্ষ এবং স্বপ্রণোদিত পেশাদার কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। মানবসম্পদ উন্নয়নে তাই পাওয়ার গ্রিড নিরলসভাবে যুগোপযোগী ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ টাওয়ার ও গ্রিড উপকেন্দ্রের কারিগরি নকশা তৈরি, নির্মাণ, কমিশনিং, উপকেন্দ্রসমূহ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন বিধায় কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ টেকসই সঞ্চালনের স্বার্থে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াসে প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ট্রেনিং নিড এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

□ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাঃ

দাণ্ডরিক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ের কাজের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটানো ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি একটি আধুনিক Performance Management System (PMS) চর্চা করেছে। Management By Objectives (MBO) নীতিকে ধারণ করে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে এই পদ্ধতি প্রবর্তণ করা হয়। এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের সহায়িকা হিসেবে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য কর্মকর্তা পর্যায়ে Performance Appraisal Book (PAB) এবং কর্মচারী পর্যায়ে Performance Appraisal Form (PAF) ব্যবহার করা হয়। কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট সময় ও সহজে পরিচালনার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর হতে PAB ও PAF এর অনলাইন ভার্সন চালু করা হয়। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেও কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের হার প্রায় শতভাগ। সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত পাওয়ার গ্রিড এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেও কর্ম মূল্যায়ন কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় দ্রুততম সময়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে। একই সাথে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক মূল্যায়ন কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় ও তদারকি পারফরমেন্স সেল অনুশাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় মূল্যায়ন অসঙ্গতিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে তা পুনঃমূল্যায়ন

কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হচ্ছে। ফলে কর্ম মূল্যায়ন কার্যক্রম আরও বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক হচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নধীন Enterprise Resource Planning (ERP) সিস্টেম এ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা/কোম্পানিতে পাওয়ার গ্রিড এর PMS এর আদলে Performance Appraisal System চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে পাওয়ার গ্রিড এর PMS কে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পদভিত্তিক Performance Indicators (PI) নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পারদর্শিতা মূল্যায়ন ও প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করেই কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, চাকুরি চুক্তি নবায়ন, নতুনদের চাকুরি নিশ্চিতকরণ ও উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে একদিকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রতিযোগিতামূলক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে যোগ্যতাই হচ্ছে মূল্যায়নের প্রধান মাপকাঠি, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ/ইউনিটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যক্তি পর্যায়ের কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন করায় প্রতিষ্ঠানের APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সহজতর হচ্ছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমিকা প্রতিফলিত হচ্ছে।

❑ করপোরেট গভর্ন্যান্স কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ৩ জুন ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে করপোরেট গভর্ন্যান্স নোটিফিকেশন জারি করেছে। সেখানে সুশাসনের জন্য পালনীয় ও বর্জনীয় শর্তাবলী উল্লেখ রয়েছে। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি সেগুলো মেনে চলেছে। কমিশনের ছক অনুসারে একটি বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

❑ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি" (Annual Performance Agreement-APA) সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের একটি অন্যতম মাধ্যম। সার্বিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে পাওয়ার গ্রিডে এপিএ পদ্ধতির কার্যকর বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এপিএ এর মাধ্যমে দপ্তর/ বিভাগীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কর্মসম্পাদন পদ্ধতির কাঠামোগত উন্নয়ন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের সহিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী পাওয়ার গ্রিডের বিভিন্ন দপ্তর/ বিভাগের কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং সুশাসনমূলক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হবার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন ছিল ৯৭%, ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন ছিল ৯৫% এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রস্তাবিত অর্জন ৯৯.৯৮% (APAMS সফটওয়্যার অনুযায়ী)। পাওয়ার গ্রিডের এপিএ টিম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা হতে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে এপিএ চুক্তি সফলভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

❑ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) সঠিক ও দক্ষ ব্যবহারে একটি আধুনিক ও কার্যকরী কর্মপরিবেশ গঠন সম্ভব। এটি কেবল কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না, বরং কাজের গतिकে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত ও কার্যকরী করে তোলে। সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকার পাওয়ার গ্রিড কে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো'-র অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তথ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পাওয়ার গ্রিড কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে একটি আধুনিক ও স্বচ্ছ কর্মসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা ও সেবার মান উন্নত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাওয়ার গ্রিড কর্তৃক গৃহীত আইসিটি কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১. তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবপোর্টাল ও ফেসবুক পেইজ পরিচালনা ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ।
২. বিদ্যুৎ খাতের সমন্বিত ইআরপি সিস্টেম চালুকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. ই-নথি সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন গ্রহণ কার্যক্রম সম্পাদন।
৪. সকল দপ্তরে ওয়াইফাই সহ উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
৫. ই-জিপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম ও ই-অকশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিলাম কার্যক্রম সম্পাদন।
৬. নিজস্ব ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার ও পার্সোনাল ফাইলের ডিজিটাল আর্কাইভ বাস্তবায়ন।
৭. অনলাইনে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন।
৮. এইচআরএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে পারসোনাল এডমিনিস্ট্রেশন ও ট্রেনিং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা।
৯. ই-পারফরমেন্স এপ্রাইজাল সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারী মূল্যায়ন।

১০. স্মার্ট অফিস বাস্তবায়ন ও সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
১১. যোগাযোগ কার্যক্রমে দাপ্তরিক ই-মেইল, এসএমএস গেইটওয়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার।
১২. সাবস্টেশন ইকুইপমেন্ট/লাইন শাটডাউন অনুমোদনের জন্য অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার।
১৩. সাবস্টেশন ইকুইপমেন্ট সমূহের কার্যকারীতা মনিটরিং এর জন্য ট্রান্সগ্রিড সফটওয়্যার ব্যবহার।
১৪. সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক কাজে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ডিজিটাল নিরাপত্তা সুরক্ষা গাইডলাইন-২০২২' অনুসরণ করা।
১৫. ওআইএস (অপারেশনাল ইনফরমেশন সিস্টেম) ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিড উপকেন্দ্র সমূহের পরিচালন তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন।
১৬. অনলাইন মিটিং/প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনা।
১৭. গ্রিড সিস্টেম পরিচালনায় স্ক্যাডা সিস্টেমের ব্যবহার।
১৮. সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপন ও লিজিং এর মাধ্যমে দ্রুতগতির ডাটা কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণ।

পরিচালক পর্যদের পক্ষে,

চেয়ারম্যান, পিজিসিবি